এবোলা ভাইরাস রোগ

(Ebola Virus Disease- EVD)

সম্প্রতি এবোলা নামের একটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি প্রাণঘাতী রোগ (Ebola virus disease, EVD) সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। রোগটি বিশেষ করে পশ্চিম মধ্য আফ্রিকার দেশগুলোতে মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সারা বিশ্বের জনস্বাস্থ্যের জন্য এটি মারাত্মক হুমকি বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গত ৮ আগস্ট ২০১৪ এবোলা ভাইরাস রোগকে আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বেগজনক জরুরী জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) বা বিশ্ব মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এ বিষয়ে যে সব প্রশ্ন মনে আসতে পারে

- **এবোলা ভাইরাস রোগটি কি?**

  এ রোগটি আগে রক্তক্ষরণকারী জ্বর (Ebola haemorrhagic fever) হিসেবে পরিচিত ছিল। এটি একটি মারাত্মক প্রাণঘাতী রোগ। এ রোগে মৃত্যুহার ৯০% পর্যন্ত হতে পারে, অর্থাৎ প্রতি ১০০ জন রোগীর মধ্যে ৯০ জন মত্যুবরণ করতে পারেন। এ রোগে মানুষ ছাড়াও আরো আক্রান্ত হতে পারে বানর, শিম্পাঞ্জি ও গরিলা জাতীয় প্রাণী।

  এবোলা ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব প্রথমে দেখা যায় ১৯৭৬ সালে। তখন এটি কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের এবোলা নদীর তীরের একটি গ্রামে এবং দক্ষিণ সুদানে একই সময় ছড়াতে শুরু করে। পরবর্তীতে এ এবোলা নদীর নামেই এ ভাইরাসের নামকরণ হয়। এ ভাইরাসটির উৎপত্তি এখনো অজানা। তবে যতটুকু জানা গেছে, প্রধানতঃ ফলভোজী বাদুড় এ ভাইরাসের প্রাকৃতিক বাহক (যারা নিজেরা রোগে আক্রান্ত হয় না, তবে রোগের ভাইরাস বহন করে)।

- **এবোলা ভাইরাস রোগটি কিভাবে ছড়ায়?**

  এ ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের রক্ত, লালা, বীর্য বা শরীর থেকে নিসৃত যে কোন রস অন্য কারো শরীরের ভেতরে প্রবেশ করলে বা শরীরের ক্ষতস্থানের মাধ্যমে প্রবেশের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়।

- **কাদের মধ্যে সংক্রমণ ঝুঁকি সবচাইতে বেশী?**
  - স্বাস্থ্য কর্মী - যারা এবোলা আক্রান্ত রোগীর পরিচর্যার সাথে জড়িত
  - রোগীর পরিবারের সদস্য বা রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে এমন ব্যক্তি
  - এ রোগে মৃত্যু বরণকারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে এমন ব্যক্তি

- **রোগের চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ**

ক. পশ্চিম আফ্রিকার লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন, গিনি বা নাইজেরিয়া থেকে একুশ দিনের মধ্যে আগত কোন ব্যক্তি যদি এর মধ্যে নিম্নোক্ত একাধিক চিহ্ন ও লক্ষণে আক্রান্ত হন -

- হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়া
- প্রচন্ড জ্বর সহ মাংসপেশীতে ব্যথা ও শরীরে দুর্বলতা
- মাথা ব্যথা ও গলা ব্যথা
- বমি
- ডায়রিয়া
- চামড়াতে লাল ছোপ
- কিডনী ও লিভারে জটিলতা
- কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরের ভেতরে বা বাইরে রক্তক্ষরণ

খ. অথবা এ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসার ২১ দিনের মধ্যে কোন ব্যক্তির উপরোক্ত লক্ষণ দেখা দেয়

গ. অথবা উক্ত চারটি দেশ থেকে আগত অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা কোন ব্যক্তির মধ্যে ২১ দিনের মধ্যে উপরোক্ত লক্ষণ দেখা দেয়

- **ল্যাবরেটরি পরীক্ষা ও রোগ নির্ণয়**

রক্তে শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা (প্লাটেলেট) কমে যায় এবং লিভার এনজাইম বেড়ে যায়। এ রোগটি শুধুমাত্র ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায়।

- **সুপ্তিকাল (Incubation period)**

এ ভাইরাস সাধারণতঃ শরীরে প্রবেশের ২ থেকে ২১ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুপ্তিকাল চলা অবস্থায় এ রোগ ছড়ায় না। কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশের পর এ রোগের ভাইরাস ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা অন্য মানুষের মধ্যে ছড়াতে পারে।

- **কখন চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে?**

যদি কোন ব্যক্তি এবোলা ভাইরাস রোগে আক্রান্ত এলাকায় থাকে এবং এবোলা আক্রান্ত কোন রোগী বা সন্দেহজনক রোগীর সংস্পর্শে আসার ২ থেকে ২১ দিনের মধ্যে তাঁর রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, তখন তাঁকে অতিসত্ত্বর চিকিৎসকের কাছে যেতে হতে হবে।

- **চিকিৎসা কি ?**

এ রোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যার (Intensive Care) প্রয়োজন হয় এবং এখন পর্যন্ত এ রোগের কোন নির্দিষ্ট ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি। তবে রোগের লক্ষণভিত্তিক ও জীবন রক্ষার চিকিৎসা দিতে হবে।

- **সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ**

এবোলা ভাইরাস রোগের কোন স্বীকৃত চিকিৎসা বা টিকা (ভ্যাক্সিন) নাই। তাই এর প্রাদুর্ভাব খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধই এ থেকে বাঁচার উপায়। যা করতে হবে-

- রোগীর সাথে অন্তরঙ্গ হওয়া যাবে না
- রোগীর শরীর থেকে বের হওয়া রক্ত, লালা বা রস থেকে সাবধান থাকতে হবে
- রোগীর সেবাকারী অবশ্যই গ্লাভস ও মাস্ক ব্যবহার করবেন ও দুই হাত ভাল করে ধুয়ে নেবেন